যুগান্তর

তারিখ ... 17 SEP 2013 —
পৃষ্ঠা — ৩ ... কলাম — ৭

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন

তিনটি ধারা বাস্তবায়ন হলে বেকার হবে ২৫ লাখ লোক

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের তিনটি ধারা বাস্তবায়ন করা হলে দেশের অন্তত ২৫ লাখ লোক বেকার হয়ে যাবে। আর সরকারের ওপর ক্ষুব্ধ হবে অন্তত এক কোটি ভোটার। একইসঙ্গে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণের পথ রুদ্ধ হবে। পাবলিক পরীক্ষায় অব্যাহত ভালো ফলাফলের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির এক সংবাদ সম্মেলনে এ আশংকা ব্যক্ত করা হয়। এতে বলা হয়, প্রস্তাবিত আইনের ৭(৩) ধারায় প্রাক-প্রাথমিক এবং ২১(৫) ধারায় মাধ্যমিক স্তরে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অনুমতি ছাড়া শিক্ষাক্রমে অতিরিক্ত কোনো বিষয় বা পুস্তক অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। আর ৫১(১) ধারায় গাইড ও নোটবই বন্ধে যথাযথ উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, গাইড ও নোট বই তৈরি এবং সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। প্রকাশকরা বলেন, এর ফলে একদিকে এনসিটিবি প্রকাশিত বই ছাড়া সাধারণ প্রকাশকের প্রকাশিত অন্য বই স্কুলে পাঠ্য না করার ক্ষেত্র যেমন তৈরি হবে, তেমনি এনসিটিবির মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ যেখানে কারিকুলাম প্রণয়ন ও তা দিয়ে [illegible] করা; সেখানে [illegible] এনসিটিবিকে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে। আর বর্তমানে অত্যাধুনিক সৃজনশীল প্রশ্নের পরীক্ষা পদ্ধতিতে নোট-গাইড লেখা ও প্রকাশনা সম্ভব নয়। প্রকাশকরা যা করছেন তা শুধু সহায়ক বা রেফারেন্স গ্রন্থ মাত্র। কিন্তু আইনের এই ভাষার কারণে বাংলাদেশের শতবর্ষের প্রকাশনা শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সভাপতি আলমগীর

বেকার : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

বেকার : ২৫ লাখ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সিকদার লোটন। এ সময় সমিতির নেতা শ্যামল পাল, সাবেক সভাপতি আবু তাহের, মুদ্রণ শিল্প সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম, প্রকাশক নেতা বাহাউদ্দিন ভূইয়া, নেছারউদ্দিন, নিরূপ সাহা, নেছারউদ্দিন আইয়ুব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরও বলেন, প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে শুধু প্রকাশকই নন আরও বেশ কয়েকটি পেশা জড়িত। এরমধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান বা ছাপাখানা, বাঁধাই কারখানা, বই বিক্রেতা এবং সাধারণ শ্রমিক। সব মিলিয়ে এই প্রকাশনা শিল্পে সারাদেশে বর্তমানে অন্তত ২৫ লাখ লোকের রুটি-রুজি জড়িত। যদি সরকার এ আইনটি করে এবং উল্লেখিত তিনটি ধারায় উৎকলিত বিধান রাখা হয়, তাহলে এসব লোক বেকার হয়ে যাবে। একইসঙ্গে এদের সঙ্গে অন্তত এক কোটি ভোটারের খাদ্য-বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিঘ্নিত হবে; যা এই মহাজোট সরকারের জন্য অভিশাপ হিসেবে নাজিল হতে পারে। এই এক কোটি ভোটার পথে বসবে। প্রকাশক নেতা শ্যামল পাল বলেন, তারা শিক্ষা আইনের বিপক্ষে নন। পরিবর্তিত বিশ্বে চলতে গেলে একটি উন্নতমানের ও সমন্বিত শিক্ষা আইন দরকার। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তারা শিক্ষা আইনের উল্লেখিত তিনটি ধারা রহিত করে আইন পাস অথবা উল্লেখিত ধারাগুলোতে প্রকাশনা শিল্পের জন্য ক্ষতিকর না হয়— এমন কথামালা জুড়ে দেয়ার প্রস্তাব করেন। তারা বলেন, ৭(৩) ও ২১(৫) ধারায় বিদ্যমান বিধানের শেষে 'তবে রেফারেন্স গ্রন্থ প্রকাশ ও বাজারজাত করা যাবে' এবং ৫১(১) উপধারায় 'তবে সৃজনশীল পদ্ধতির অনুশীলনমূলক সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশ ও বাজারজাত করা যাবে' কথামালা যুক্ত করা হোক। এতে প্রকাশনা শিল্প বাঁচার পাশাপাশি অন্তত এক কোটি ভোটার বাঁচবে। তিনি আরও বলেন, আইনে এনসিটিবিকে অসীম ক্ষমতা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তারা ভুলে ভরা; নিম্নমানের ও তথ্য বিভ্রাটের বই প্রকাশ করে বর্তমানে কোটি কোটি শিক্ষার্থীকে ভোগাচ্ছে। তাছাড়া সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে ভালো করার উপায় হল বেশি বেশি অনুশীলন। কিন্তু বাজারে পর্যাপ্ত বই না থাকলে এই অনুশীলন শিক্ষার্থীরা করবে কোথা থেকে? সভাপতি লোটন বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতিটি এখনও শিক্ষকদের কাছেই পরিষ্কার নয়। প্রধানমন্ত্রী তার বিশেষ ও বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে তদন্ত করলেই জানতে পারবেন যে, খোদ শিক্ষকরাই প্রকাশকদের প্রকাশিত সৃজনশীল অনুশীলন গ্রন্থ পড়ে ও বুঝে ক্লাসে লেকচার দেন। দারিদ্র্যপীড়িত এ দেশে যেখানে সব শিক্ষার্থীর প্রাইভেট পড়া ও কোচিং করা সম্ভব নয়, সেখানে কী করে সবার ভালো ফলাফল করা সম্ভব? তিনি বলেন, তারা নোট-গাইড প্রকাশ করেন না। কেননা, প্রকাশকদের প্রকাশিত গ্রন্থ পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে মেলে না। তাই এ ধরণের বই নিষিদ্ধ করার প্রশ্নই অবান্তর। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যে বই বাস্তবে নেই, সে বই নিয়ে আইন করা অবান্তর। আর আইন করা হলে প্রকারান্তরে তারাই পুলিশি ঝামেলা মোকাবেলা করে থাকেন। আরেক প্রশ্নের জবাবে পরিচালক শ্যামল পাল বলেন, অনুশীলন গ্রন্থসহ সহায়ক বই প্রকাশনা বিঘ্নিত হলে প্রকারান্তরে সৃজনশীল বই যেমন কবিতা, উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি প্রকাশনা ও বিপণনও বাধাগ্রস্ত হবে। ফলে সৃজনশীল জাতি গঠনও বিঘ্নিত হবে। তাই বাস্তবতার নিরিখে আইন প্রণয়নের জন্য আহ্বান জানান প্রকাশক নেতারা।